দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 12 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে মেডিক্যাল শিক্ষা

মেধা-দক্ষতা-যোগ্যতা এবং পেশাদারিত্ব ছাড়া কোন ক্ষেত্রেই সফলতা পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানশিক্ষার ক্ষেত্রে এটা আরও সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে কোনক্ষেত্রেই পেশাদারিত্বের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। ফলে, মেধাবীরা বঞ্চিত হচ্ছে। দলবাজ-অদক্ষ-অযোগ্যরা দলীয় আনুগত্যের কারণে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করেছে। চিকিৎসাশিক্ষা খাতও এর থেকে বাদ যায়নি। মানুষের জীবন-মরণ সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা খাতে যতটুকু পেশাদারিত্ব গড়ে উঠেছিল, জামায়াত-বিএনপি জোট-সরকারের সময় তাও নির্বাসিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দক্ষ চিকিৎসক না থাকায় বিত্তবানরা চিকিৎসার জন্য বিদেশে চলে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষ অর্থব্যয় করেও স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছেনা।

জামায়াত-বিএনপি জোট-সরকারের সময়ে কোনপ্রকার পূর্বঅভিজ্ঞতা ছাড়াই অধ্যাপক, ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। পোষ্ট গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েই ডিগ্রীঅর্জনের সার্টিফিকেট নিতে কোনপ্রকার অসুবিধা হয়নি। দলীয় বিবেচনায় পোষ্ট গ্রাজুয়েশনে ভর্তি করা হয়েছে। এমনকি বিজ্ঞাপন না দিয়েও কোন প্রকার নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই পোষ্ট গ্রাজুয়েশনে ভর্তির ঘটনাও ঘটেছে। অদক্ষ-অযোগ্য দলীয় লোকদের পুনর্বাসনের জন্য মেডিক্যাল কলেজগুলোতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। আইসিইউ না-থাকলেও কার্ডিওলজি বিভাগ খুলে দলীয় বিবেচনায় লোকনিয়োগ দিতে কোন অসুবিধা হয়নি। স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে বিসিপিএসএ দলীয় লোক নিয়োগ এবং এফসিপিএস পরীক্ষার ফলাফলে দলবাজদের সহযোগিতা করার অভিযোগ একাধিকবার উত্থাপিত হয়েছে। এমনকি, লন্ডনের রয়েল কলেজের ডিগ্রী এমআরসিপি নিতে এদেশে সেন্টার চালুর বিষয়ে উদ্যোগ নেয়ার চেষ্টা করা হলেও দুর্নীতিবাজরা তা সফল হতে দেয়নি। দলবাজ-দুর্নীতিবাজরা চিকিৎসকদের রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান বিএমডিসিকে দীর্ঘদিন অকার্যকর করে রেখেছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার টাকায় এইচপিএনএসপির আওতায় চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতাবৃদ্ধির ট্রেনিংটিও জোট-সরকারের সময়ে দলীয়করণ করা হয়েছিল। পেশাদার চিকিৎসকরা বঞ্চিত হয়েছেন। কোনপ্রকার নিয়মনীতির তোয়াক্কা না-করে পর্যাপ্ত ছাত্র-শিক্ষক, নিজস্ব ভবন, যন্ত্রপাতি ও হাসপাতাল না-দেখেই ২০০১ সালের পর রাজধানীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যত্রতত্র বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও ডেন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এসব মেডিক্যাল এবং ডেন্টাল কলেজের শিক্ষার গুণগত মান শুরু থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ। অধিকাংশ বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ এবং ডেন্টাল কলেজের যথেষ্ট পরিমাণে অবকাঠামো নেই। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা পেশাগত জীবনে প্রবেশ করবে বা করেছে, তারা মানবসেবায় কতটুকু অবদান রাখতে পারবে! ভালর চেয়ে ক্ষতি যে এরা বেশি করবে, তাতে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। জামায়াত-বিএনপি জোট-সরকারের দুর্নীতিবাজরাই মেডিক্যাল শিক্ষাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার এখনই উপযুক্ত সময়। দলীয় বিবেচনায় যারা গুরুত্বপূর্ণ পদে অবস্থান করছে, তাদেরও সরাতে হবে। দেশে দক্ষ চিকিৎসাসেবা গড়ে উঠলে প্রতিবেশী দেশের রোগী এখানে আসতে পারে। দেশের মানুষের এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য চিকিৎসাশিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা জঞ্জাল দূর করে একে উন্নতপর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এদেশের মেধাবী চিকিৎসকরাও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতিবাজ-দলবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না-হলে উন্নত স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।